ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 009 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০৯ ● কলকাতা ● ২৪ পৌষ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৯ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আইপ্যাক-তল্লাশিতে বাধাদানের অভিযোগ, হাইকোর্টে ED

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন ও সংস্থার দফতরে তল্লাশিতে বাধাদানের অভিযোগ নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আর্জি জানায় তারা। তাদের অভিযোগ, নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কিন্তু বেআইনি ভাবে ফাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।এমন পরিস্থিতিতে প্রথমে প্রতীকের বাড়িতে পৌঁছন মমতা। সেখানে খালিহাতে ঢুকলেও, সবুজ একটি ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি, যাতে নথিপত্রের পাশাপাশি একটি হার্ড ডিস্কও ছিল। মমতা জানান, তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, সংগঠনের খুঁটিনাটি, প্রার্থিতালিকা, SIR সংক্রান্ত কাজের তথ্য হাতিয়ে নিতেও

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 168

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জল বেশী গভীর ছিল না, কিন্তু গতি খুব বেশী ছিল। জলে দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না এত জোর জলের বেগ ছিল। স্নানের পর আবার সেই অন্ধকার গুহাতে চলতে শুরু করলাম। ফেরার সময় আমি ঐ সব গুহাও ঠিক মত দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। এইসব গুহা কি করে তৈরী হয়েছিল? এই মাটি, এই পাথুরে জমি অনুসন্ধানকারীদের জন্য এক বিষয় হতে পারে।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আই-প্যাক অফিসে ইডির তল্লাশি, দলীয় তথ্য চুরির অভিযোগে ঝাড়গ্রাম শহরে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিল, স্লোগানে মুখর রাজপথ। কলকাতায় আই-প্যাক অফিসে ইডির তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল জঙ্গলমহলেও। দলীয় তথ্য হাতানোর অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস।বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরে ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল চলাকালীন শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিন সকালে কলকাতায় ভোটকুশলী সংস্থা আই-প্যাক (I-PAC)-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও দফতরে একযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান বলে ইডি সূত্রে খবর। এই ঘটনার প্রতিবাদে দলীয় নির্দেশ মতো বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে থেকে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল চলাকালীন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা দলীয় তথ্য চুরির অভিযোগ তুলে স্লোগানে স্লোগানে প্রতিবাদ জানান। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে ভয় দেখানো ও সংগঠনের ভিত নড়বড়ে করার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের 'অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ' বন্ধ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন মুখার্জি, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী কেয়া আচার্য্য-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী। প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন,"বিজেপি এখন রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া। মানুষের সমর্থন হারিয়ে তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। আই-প্যাকের মতো পেশাদার সংস্থায় ইডি পাঠিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন ও কৌশল ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করা যায় না। মানুষ সব দেখছে, সব বুঝছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে, ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমেই তার জবাব দেওয়া হবে।"

চলে গেল ইডি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রতীক জৈনও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চরম উত্তেজনা কলকাতাজুড়ে। রাজ্য-রাজনীতিতেও তোলপাড় পড়েছিল আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি অভিযানে। কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তে সেই অভিযান হয় বলে জানা গেছে। এর খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে পৌঁছন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাউডন স্ট্রিটে যাওয়াকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ

এরপর ৫ পাতায়

আই প্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের অতীত জানেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতীক জৈন। রাজ্য রাজনীতিতে এতদিন তিনি 'মেঘনাদে'র ভূমিকায় কাজ করেছেন। তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশল তৈরি থেকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সবেতেই তাঁর সংস্থার অবদান আছে। পরোক্ষে অবদান আছে প্রতীকেরও। এতদিন সবটাই হত আড়াল থেকে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের পর একেবারে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এলেন তিনি।বৃহস্পতিবার সকালেই প্রতীকের বাড়ি এবং সল্টলেকের অফিসে হানা দেয় ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দাবি, আই প্যাক কর্ণধারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছেন তাঁরা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, প্রতীক তাঁর দলের আইটি সেলের প্রধান। তাঁর কাছ থেকে তৃণমূলের ভোটের কৌশল চুরির লক্ষ্যেই হানা ইডির। বৃহস্পতিবার তাঁকে ঘিরে রীতিমতো টানাপোড়েন চলল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইডির মধ্যে। প্রশ্ন হল, কে এই প্রতীক জৈন ? কীভাবে উত্থান তাঁর।

আদতে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা প্রতীক আইআইটি বম্বে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন। প্রতীক জৈনের লিঙ্কডইন প্রোফাইল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালে বম্বের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেটেরিয়াল সায়েন্স নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আইপ্যাক-তল্লাশিতে বাধাদানের অভিযোগ, হাইকোর্টে ED

হানা দেওয়া হয়েছে ED-কে দিয়ে। এর পর সল্টলেক পৌঁছে যান মমতা। সেখান থেকেও কিছু নথিপত্র তোলা হয় গাড়িতে। মমতা জানান, তাঁর দলের কাগপত্র সেগুলি। ছড়িয়েছিটিয়ে পড়েছিল। ED সব তথ্য ট্রান্সফার করে নিয়ে গিয়েছে। সেই আবহেই বিবৃতি দিল ED.কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ED.বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলা দায়েরের আর্জি জানানো হয়, যাতে অনুমতিও মেলে। (ED Raids at IPAC)

কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী, ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বিচারপতি ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান, সকাল থেকেই একাধিক জায়গায় তল্লাশি চলছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে, লাউডন স্ট্রিটে প্রতীকের বাড়ি এবং সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি চলাকালীন বাধা দেওয়া হয় ED-কে। সেখান থেকে একাধিক নথি বের করে আনা হয়। জোর করেই বের করা হয় ওই নথি। কলকাতা অবিলম্বে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করুক, উপযুক্ত নির্দেশ দিক, যাতে কেন্দ্রীয় সংস্থা কাজ করতে পারে, এই মর্মে আর্জি জানায় ED. তাতে অনুমতিও দেন বিচারপিত ঘোষ। মামলা সংক্রান্ত সব নথি নিয়ে আসতে, আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলে, আগামী কাল এই মামলার বিচারপর্বও শুরু হতে পারে বলে খবর।

নির্বাচনী কৌশল রচনাকারী সংস্থা আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন ও সংস্থার দফতরে তল্লাশি ঘিরে সকাল থেকে নাটকীয় পরিস্থিতি কলকাতায়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সংগঠনের খুঁটিনাটি, প্রার্থিতালিকা, SIR সংক্রান্ত কাজের খুঁটিনাটি হাতিয়ে নিতেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-কে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই তল্লাশি চালানো করিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অভিযোগ খারিজ করে পাল্টা অভিযোগ তোলে ED.ED বলে, 'সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফাইল ছিনিয়ে নিয়েছেন। নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয়কে টার্গেট করা হয়নি। কয়লা পাচার মামলায় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির ১০ জায়গায় তল্লাশি চলছে। কলকাতার ছয় জায়গায় এবং দিল্লির চার জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে। নগদ, হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার-সহ বিভিন্ন অভিযোগে তল্লাশি। এই তল্লাশির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ED-র ফরেন্সিক দলের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন বলে জানিয়েছেন। পাল্টা বিবৃতিতে আইনি পদক্ষেপ করার কথা জানায় E D - ও। এর পরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ED.

কয়লাকাণ্ডের পুরনো একটি মামলায় নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ED. প্রায় দু'-তিন বছর পর মামলা হিমঘরে থাকার পর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতার তিন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। ED-র তদন্তকারীদের একটি দল পৌঁছয় আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীকের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে, অন্য একটি দল পৌঁছয় সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে। তৃতীয় দলটি পৌঁছয় পোস্তায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে।

(২ পাতার পর)

আই প্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের অতীত জানেন

বি.টেক করেছেন তিনি। বি টেক করার পর কিছুদিন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে ইন্টার্নশিপ করেন তিনি। এরপরে ২০১২ সালে তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থা ডেলয়েটে কাজ শুরু করেন তিনি। সেখানে ১৫ মাস কাজ করেন তিনি। এরপরই রাজনীতি নিয়ে কাজ শুরু। ২০১৩ সালে সিটিজেনস ফর অ্যাকাউন্টেবল গভর্নেন্স নামের একটি সংস্থা তৈরি করেন তিনি। ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ করেন। সংস্থাটি কাজ করত গুজরাটে। সেসময় প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। এই প্রশান্ত কিশোরকে মুখ করেই ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আইপ্যাক তৈরি করেন প্রতীক। সরকারিভাবে প্রতীকের সঙ্গে আই-প্যাকের সহ প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেল ও ঋষিরাজ সিং। ২০১৫ থেকেই প্রতীকের সংস্থা আই-প্যাক বিভিন্ন রাজ্যে ভোটকুশলী হিসাবে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বাংলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্যের সঙ্গে। এখনও বাংলায় তৃণমূলের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করছেন প্রতীক। ততদিন প্রশান্ত কিশোর আই প্যাকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ততদিন সেভাবে ফোকাসে ছিলেন না প্রতীক।

আইপ্যাক কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবারই রাজপথে মমতা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করবই'। আইপ্যাক কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার শহরে তৃণমূলের মেগা কর্মসূচি। কবে? আগামীকাল শুক্রবার। যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিলে হাঁটবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মমতা বলেন, 'আমাদের কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। সকাল ৬টা থেকে অপারেশন শুরু করেছে। দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। ল্যাপটপ থেকে দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। সব কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের সব কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি মনে করি এটা অপরাধ। এটা মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি। গণতন্ত্রের হত্যাকারী বিজেপি। বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। কোনও লিখিত নির্দেশ নয়, হোয়াটসঅ্যাপের নির্দেশে কাজ চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সকালে অফিসে কেউ ছিল না। ফাঁকা অফিস থেকে ইডি সব কাগজপত্র, ল্যাপটপ, আইফোন নিয়ে গিয়েছে।' তোপ দাগেন, 'বিজেপির রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার সাহস নেই। তাই ইডিকে দিয়ে আমাদের ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করাল। আমাদের সব কাগজ, তথ্য লুট করাল। আইপ্যাক তৃণমূলের অথরাইজড টিম। তাদের কাছ থেকে ইডিকে দিয়ে চোরের মতো সব কাগজ লুট করানো হল।

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

মোতায়েন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী

সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্স - এর গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। আইপ্যাক এর অফিসের সামনে এবং সিজিও কমপ্লেক্সে প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিয়ে আসা হয়েছে। সিজিও কমপ্লেক্সের ভেতরে বিশেষ কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে ইডির এই তল্লাশির ঘটনার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাস্তায় নামছে তৃণমূল কংগ্রেস।হার্ডডিস্ক ও ফাইল নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এমন কথাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ঘটনাকে অপরাধ বলে মনে করেন। নাম না করে বিজেপির আইটি সেল এর প্রধান অমিত মালব্যকে ক্যাডার বলে জানান মমতা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সামলান আপনি। অমিত শাহকে 'ন্যাস্টি হোম মিনিস্টার 'বলে বিদ্রুপ করেছেন। প্রতীক জৈনের বাড়িতে যা করেছে, আই-প্যাকের অফিসেও তাই করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নথি নিয়ে গিয়েছে ইডি। ভোটের তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। এটা অপরাধ। মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার ব্যবহার করছে বিজেপি।তিনি প্রশ্ন করেছেন, গায়ের জোরে সব দখল করা সম্ভব? সব কাগজপত্র নতুন করে তৈরি করতে গেলে নির্বাচন পেরিয়ে যাবে। তৃণমূল একটি রেজিস্টার্ড রাজনৈতিক দল। ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া হয়। এফআইআরের নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। বিজেপি গণতন্ত্রের হত্যাকারী দল। এখনো সব সহ্য করা হচ্ছে। তথ্য লুঠ, ভোটার লুঠ, বাংলাকেও লুঠ করার চেষ্টা চলছে। আমাদের সঙ্গে চিটিং করলে জুয়া খেললে মেনে নেব না। সৌজন্য দেখাবো, সব সহ্য করব। তবে এটা দুর্বলতা নয়। তাঁর হুঁশিয়ারি, বিজেপি এবার ভোটে শূন্য পাবে। এই ঘটনায় বিকেল ৪ টের সময় রাজ্যের ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ দেখাবে তৃণমূল কংগ্রেস। সৌজন্যতাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে। গায়ের জোরে বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে। তা মেনে নেওয়া হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন। ইডির এই তল্লাশির বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ এফআইআর দায়ের করবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান।প্রতিবাদ মিছিল হবে সর্বত্র। তাই সিজিও কমপ্লেক্সে যাতে কোনরকম অঘটন না ঘটে তার জন্য তৎপর কেন্দ্রীয় বাহিনী। অপরদিকে সল্টলেকে সেক্টর ফাইভে কলেজ মোড়ের কাছে যেখানে আইপ্যাক – এর অফিস সেখানে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কমব্যাট ফোর্স আনা হয়েছে। বিধান নগর এবং শেক্সপিয়ার সরণি থানায় ইডির অফিসারদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পাল্টা তল্লাশি তে বাধা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি ।এদিকে,বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে গোটা রাজ্যে ব্লকে ব্লকে, অঞ্চলে অঞ্চলে ,ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ইডির তল্লাশির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকে সেক্টর ফাইভ এর আইপ্যাক – এর অফিসের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দলীয় কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান যেভাবে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে নির্বাচনী কাজে তৃণমূলের বাধা সৃষ্টি করেছে তার প্রতিবাদ জানাতেই তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় নামবে। প্রতিবাদ মিছিল হবে। যারা এসআইয়ারের কাজ করছেন তারা করবেন বাকিরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হবেন। মমতা আরো বলেন,বাংলায় জিততে হলে ভোটে লড়ে আসুন। দলীয় সব তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। দলীয় ট্র্যাটেজি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ইডি অভিযানের মধ্যে দিয়ে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সতেরোতম পর্ব)

বা নারায়ণের পত্নী। কিন্তু পদ্মপুরাণে তিনি কশ্যপ মুণির পত্নী। শিবপুরাণ আর স্কন্ধপুরাণ মতে সরস্বতী আবার শিবেরও পত্নী । ঋগ্বেদ-পরবর্তী হিন্দু শাস্ত্র আলোচনায় সরস্বতী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেব-এর পত্নী রূপে বর্ণিত হলেও, অধিক প্রচলিত মতে তিনি নারায়ণ-পত্নী।কোনও কোনও আলোচনায় দেখা যায়, বিষ্ণু বা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ইউআইডিএআই 'উদয়'কে আধারের ম্যাসকট হিসেবে প্রকাশ করল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি, ২০২৬

নতুন একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) আধারের ম্যাসকট হিসেবে 'উদয়'কে প্রকাশ করল। এর ফলে আধারের পরিষেবা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে। এই ম্যাসকটের নাম 'উদয়' রাখার ফলে আধার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আরও বিশ্বাসযোগ্য ও নাগরিক-বান্ধব হয়ে উঠবে। সর্বশেষ তথ্য যুক্ত করা, অফলাইনের ভেরিফিকেশন, কিছু তথ্য অন্য ব্যবস্থার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মধ্যে আধার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে। ইউআইডিএআই MyGov প্ল্যাটফর্মে এই ম্যাসকটের নকশা এবং নামকরণ সংক্রান্ত একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮৭৫ জন যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী, পেশাদার ব্যক্তিত্ব সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। ম্যাসকটের বাছাই প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছভাবে হয়, তার জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। কেরালার ত্রিশুরের অরুণ গোকুল ম্যাসকটের নকশা তৈরির প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের পুণে ইদ্রিশ দাওয়াইওয়ালা দ্বিতীয় এবং উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের কৃষ্ণা শর্মা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ম্যাসকটের নামকরণ প্রতিযোগিতায়ও ইদ্রিশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভোপালের রিয়া জৈন। মহারাজ সরন চেল্লাপিল্লা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

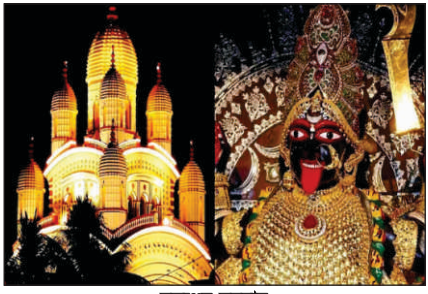

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইনি শবোপরি অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি এবং বামে হৃদপ্রদেশে রক্তপূর্ণ কপাল থাকে। একটি খট্টাঙ্গ তাঁহার বাম স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। নৈরাত্মাকে হেরুকের শক্তিরূপে সময়ে সময়ে কল্পনা করা হয়" (বিনয়তোষ ৫১)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

চলে গেল ইডি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রতীক জৈনও

অনৈতিক। তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, তদন্ত বা ইডি-র তল্লাশি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না।এরপরে সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসেও যান তাঁরা কারণ সেখানেও চলছিল অভিযান।

প্রায় বেলা ১১টার পর শুরু হওয়া এই অভিযান শেষ করে প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ নাগাদ বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। একটি গাড়িতে ইডি অফিসাররা এবং অন্য একটি গাড়িতে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ইডি অফিসারেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি থেকে বের হন প্রতীক জৈনও। কালো কাচে ঢাকা গাড়ির ভিতর পর্দা লাগানো ছিল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভাবনীয় উত্থানের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কৌশলগত কাজে যুক্ত হন প্রশান্ত কিশোর । তাঁর সংস্থা আইপ্যাক পরবর্তী দু'বছর রাজ্যে সক্রিয় ভাবে কাজ করে । এর ফল দেখা যায় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২১৩টি আসনে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হন । এই জয়ের পিছনে আইপ্যাকের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিধানসভা ভোট শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত কিশোর নিজে ভোটকুশলীর ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। যদিও ২০২২ সালে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইতি ঘটে, আইপ্যাকের সঙ্গে দলের যোগাযোগ কিন্তু ভাঙেনি। এখনও শাসক দল ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে ওই সংস্থা। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের পাশে ছিল আইপ্যাক । সেই ভোটে রাজ্যে বিজেপিকে অনেকটাই পেছনে ফেলে ২৯টি আসনে জয় ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই আইপ্যাকেরই কর্ণধার প্রতীক জৈন ।

এদিকে তাঁর বাড়িতে ইডি হানা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করে বলেন, তিনি দেশ চালাতে ব্যর্থ, অথচ তাঁর দলের নথি বাজেয়াপ্ত করানোর চেষ্টা চলছে। মমতার দাবি, প্রতীক তাঁর দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁকে ফোন করেই তিনি পুরো বিষয়টি জানতে পারেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, তল্লাশির সময় হার্ড ডিস্ক ও মোবাইল ফোনও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

(৩ পাতার পর)

আইপ্যাক কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবারই রাজপথে মমতা!

ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে।'আইপ্যাক কাণ্ডে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। এদিন গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারাক্ষণ শুধু হামলা করা, আর মিথ্যা কথা বলা। করছে লুঠ, বলছে জুট। এর বিরুদ্ধে আগামীকাল বিকেল ৩ টের সময়ে, আপনারা জমায়েত হয়ে যাবেন আড়াইটের মধ্যে, যে যেরকম পারবেন। যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ডের সামনে জমায়েত হবে। ওখান থেকে মিছিল, রুটকে আমি সিপিকে বলেছিল, পারমিশন নিয়েছি। যাদবপুর ফাঁড়ি হয়ে আনোয়ার শাহ রোড হয়ে টালিগঞ্জ হয়ে গড়িয়াহাট, রাসবিহারী হয়ে হাজরায় এসে মিছিল শেষ হবে'। জানান, 'আমি নিজে মিছিলে থাকব। আমাকে ঘাটাবেন না। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করব। আঘাত করবেন না, একটাও কথা বলব। নীরবতাই শক্তি'।ঘটনাটি ঠিক কী? যেদিন কলকাতায় আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, সেদিনই ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের দুটি অফিসে হানা দিল ইডি। বাদ গেল না লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িও। খবর পেয়েই প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর চলে যান সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে। এরপর প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরেই সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিকেলে সেক্টর ফাইভ ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী।

গাড়িতে ওঠার আগে তিনি বলেন, 'বাংলার উপর যে হামলা ওরা করেছে, প্রত্যুত্তর জনগণ দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। নিজেদের মুখ বাঁচানোর জন্য কিছু গোদি মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েছে। সেই গোদি মিডিয়ার উপরেও আমরা নজর রাখছি। সবসময় সত্য অনুসন্ধান করতে দেব। কিন্তু অসত্য কথা যাঁরা বলেছে, বিজেপি-র কথা শিখিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার দায়িত্ব আমার'।

সবুজ ফাইলে কী আছে?

এদিন প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। হাতে সবুজ ফাইল। এরপর প্রতীকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই অমিত শাহকে 'নটি-ন্যাস্টি হোম মিনিস্টার' বলে নিশানা করেন মমতা। তথ্য চুরির অভিযোগ করেন। শেষে সল্টলেকে আইপ্যাকের থেকে অফিসের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে কার্যত বোমা ফাটান তিনি।

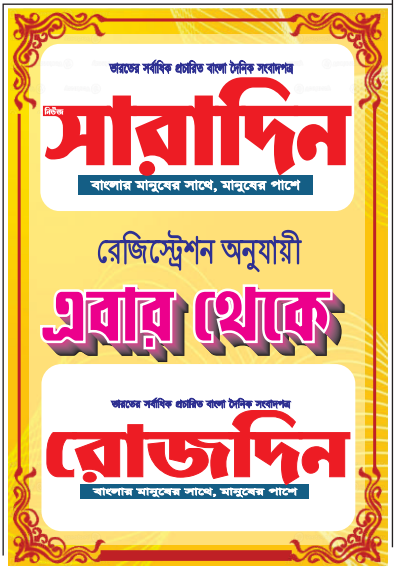

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তদন্তকারী সংস্থার কাজে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থী: শমীক ভট্টাচার্য

বেবি চক্রবর্ত্তী

তদন্তকারী সংস্থার ফৌজদারি তদন্ত প্রক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল রাজ্য বিজেপি। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সংবিধানের শপথ নেওয়ার পরেও একজন মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ আইনবিরোধী, অনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ভয়ঙ্কর নজির।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও হার্ডডিস্ক নিয়ে যাওয়ার ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় যে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং অপরাধীদের আড়াল

করার চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, কয়লা কেলেঙ্কারি ও হাওয়ালা সংক্রান্ত তদন্তে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা এবং পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাই জড়িত রয়েছে। অবৈধ খনন, সরকারি চাকরি বণ্টন থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, তদন্ত প্রক্রিয়াকে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী অযৌক্তিকভাবে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন, যা নজিরবিহীন ঘটনা। আদালতের নির্দেশে চলা তদন্তে হস্তক্ষেপ করা একদিকে আদালত অবমাননার শামিল, অন্যদিকে কর্তব্যরত আধিকারিকদের উপর আক্রমণ এবং প্রমাণ লোপের সমান বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অতীতের প্রসঙ্গ টেনে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজীব কুমার ও ফিরহাদ হাকিম সংক্রান্ত ঘটনায়ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দেখা গিয়েছিল। আজকের ঘটনাও সেই ধারাবাহিকতারই চরম উদাহরণ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট করে জানান, ইডি বা সিবিআই কেন তদন্ত করছে, তা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার বিষয়—বিজেপি তাদের মুখপাত্র নয়। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ তদন্তই মহামান্য আদালতের নির্দেশে চলছে। সেই তদন্ত বন্ধ করতে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের করের টাকা ব্যয় করে বারবার সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়েছে।

ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ টেনে শমীক ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হলে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সেখানে গত ১৪ বছরে দুর্নীতিগ্রস্তদের রক্ষা করতে কত হাজার কোটি টাকা নামী আইনজীবীদের ফি হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব তুলে ধরা হবে। তিনি একে সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের করের টাকার অপরাধমূলক অপব্যবহার বলে আখ্যা দেন।

সংবাদ সম্মেলনের শেষে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ফৌজদারি তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় এই ধরনের অনধিকার হস্তক্ষেপ কোনো সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সমাজ মেনে নিতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই আচরণে পশ্চিমবঙ্গের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাজ্যের মানুষ এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং আগামী নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে।

(৪ পাতার পর)

ইউআইডিএআই 'উদয়'কে আধারের ম্যাসকট হিসেবে প্রকাশ করল

ইউআইডিএআই-এর চেয়ারম্যান শ্রী নীলকান্ত মিশ্র তিরুবনন্তপুরমে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি ম্যাসকটকে সকলের কাছে পরিচিত করান। তিনি বলেন, ইউআইডিএআই আধার সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ-সরল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চায়। সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী ভুবনেশ কুমার বলেন, একটি অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই ম্যাসকটের নকশা তৈরি ও নামকরণের ফলে আধারের মূল নীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই মূল নীতি হল, সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আস্থা অর্জন করা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। ইউআইডিএআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী বিবেক সি ভার্মা বলেন, এই ম্যাসকট, আধার সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আরও সহজে যুক্ত করবে।

আইআইসিডিইএম ২০২৬-এর আগে নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের সম্মেলনের আয়োজন করলো

নতুন দিল্লি, ৮ জানুয়ারি ২০২৬

১. ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ নতুন দিল্লির আইআইসিডিইএম-এ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। নতুন দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে ২১ থেকে ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইসিডিইএম)-এর প্রস্তুতি হিসেবে এই সম্মেলনের আয়োজন।

২. ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক যোশী অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং তাঁদের আইআইসিডিইএম ২০২৬-এর খুঁটিনাটি বিষয় এবং তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেন।

৩. ভাষণের পরে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকরা আলোচনা করেন আইআইসিডিইএম ২০২৬-এ ৩৬টি বিষয় ভিত্তিক গোষ্ঠী নিয়ে, যার নেতৃত্বে থাকবেন এক একজন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। থিমগুলির মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সবকটি বিষয় আছে। এর লক্ষ্য নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি জ্ঞানঋদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা এবং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আইআইসিডিইএম ২০২৬ হতে চলেছে ভারতের দ্বারা আয়োজিত এই ধরনের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এতে যোগ দেবেন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিজ (ইএমবি)-এর ১০০-র কাছাকাছি প্রতিনিধি। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং ভারতে বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিক্ষাবিদ এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা।

৫. আইআইসিডিইএম ২০২৬-এ সাধারণ এবং বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। সম্মেলনে ইসিআই নেট-এর উদ্বোধনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নির্বাচনী বিষয় ভিত্তিক অধিবেশন হবে।

৬. চারটি আইআইটি, ৬টি আইআইএম, ১২টি এনএলইউ এবং আইআইএমসি-র মতো সামনের সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নেতৃত্বে গঠিত ৩৬টি বিষয়ভিত্তিক গোষ্ঠী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষাবিদরা অংশ নেবেন সম্মেলনে।

সিনেমার খবর

কবে, কোথায় বিয়ে করছেন বিজয়-রাশমিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত অক্টোবরের প্রথম দিকে বাগদান সেরেছেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় জুটি বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা। সে সময় ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, ২০২৬ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তারা। তবে কবে, কোথায় বিয়ের অনুষ্ঠান হবে-তা তখন জানা যায়নি। এবার জানা গেল দুই তারকার বিয়ের দিনক্ষণ।

বিজয়-রাশমিকার ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরের একটি ঐতিহ্যবাহী রাজপ্রাসাদে বসবে এই তারকা জুটির বিয়ের আসর।

সূত্রটি আরও জানায়, বাগদানের মতোই ঘরোয়া পরিসরে হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে বিয়ের পরিকল্পনা করেছেন বিজয় ও রাশমিকা। হায়দরাবাদে ফিরে চলচ্চিত্রাঙ্গনের বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে আলাদা কোনো সংবর্ধনার আয়োজন করবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি।

বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা। ছবি: ফেসবুকগত ৩ অক্টোবর বাগদান সম্পন্ন হলেও বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেননি বিজয় ও রাশমিকা। তবে বিজয়ের টিম তখন সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। সে সময়ই জানানো হয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের হিট সিনেমা 'গীতা গোবিন্দম' ও ২০১৯ সালের 'ডিয়ার কমরেড'-এ একসঙ্গে অভিনয় করেন বিজয় ও রাশমিকা। এরপর থেকেই এই তারকা জুটি ভক্তদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হিসেবে পরিচিতি পায়। দীর্ঘদিনের প্রেমের পর অবশেষে চার হাত এক হতে চলেছে তাদের।

ধুরন্ধরের প্রশংসায় শ্রদ্ধা

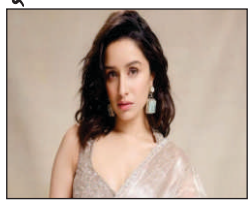

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে মাঝে মাঝে এমন ছবি আসে, যা শুধু গল্পের জন্য নয়, তার নিখুঁত বাস্তবায়নের জন্যও দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর' ঠিক সেই ধরনের সিনেমা। পরিচালক আদিত্য ধরের চমৎকার ভিজ্যুয়াল এবং গভীর কাহিনি দর্শককে প্রথম থেকেই গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে।

অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে ছবিটি নিয়ে আবেগঘন মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ধুরন্ধরের মতো ছবি বানানো আদিত্য ধরের জন্য সত্যিই চ্যালেঞ্জিং।' সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, 'দয়া করে পর্ব-২-এর জন্য আমাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে বলবেন না। আমাদের আবেগ নিয়ে খেলবেন না।' শ্রদ্ধার এই উচ্ছ্বাস শুধু সিনেমার গল্প নয়, তার পেছনের শ্রম ও চ্যালেঞ্জকেও তুলে ধরছে।

'ধুরন্ধর' বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। কাহিনি ঘিরে একজন ভারতীয় গুপ্তচরের রোমাঞ্চকর অভিযান, যিনি পাকিস্তানের এক ডাকাতের গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং RAW-কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত ও আর. মাধবনের শক্তিশালী অভিনয়, সঙ্গে সারা অর্জুন, রাকেশ বেদী ও ড্যানিশ পাণ্ডোর পার্শ্বচরিত্র সিনেমাটিকে আরও প্রাণবন্ত করেছে।

মুক্তির মাত্র ১০ দিনে 'ধুরন্ধর' ৫০০ কোটি রুপি আয় করেছে এবং সমালোচক ও দর্শক উভয়ই ছবির গল্প, অ্যাকশন এবং অভিনয়কে প্রশংসা করেছেন। তবে দর্শকের উত্তেজনা এখানেই থেমে নেই। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পর্ব-২-এর জন্য, যা মুক্তি পাবে ১৯ মার্চ, ২০২৬।

শিল্পার আপত্তিকর ছবি প্রকাশ, নিলেন বড় পদক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রযুক্তির অপব্যবহার করে বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির ছবি ও ভিডিও বিকৃতি, পাশাপাশি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তার বিকৃত ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রেক্ষিতে তিনি এই আইনি পদক্ষেপ নেন। অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বোম্বে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে দ্রুত ওইসব আপত্তিকর কনটেন্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিল্পা শেঠির দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়, অনুমতি ছাড়াই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য প্রযুক্তির সহায়তায় তার চেহারা, কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি নকল করে অসংখ্য ছবি, ভিডিও এবং ডিজিটাল বই তৈরি করা হয়েছে। এসব কন্টেন্ট বিভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়ায় তার ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি আদালতের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং এসব অপতৎপরতা বন্ধের আবেদন জানান।

মামলার শুনানি শেষে বিচারপতি অদ্বৈত শেঠনা পুরো বিষয়টিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক হিসেবে অভিহিত করেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন এভাবে জনসমক্ষে আনা বা বিকৃত করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিচারপতি বলেন, নারী বা পুরুষ কাউকেই এভাবে জনসমক্ষে হেনস্তা করার অধিকার কারও নেই।

শিল্পা শেঠির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিকৃত ছবির স্ক্রিনশটগুলো পর্যালোচনার পর আদালত ডিজিটাল ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে অবিলম্বে সেই সব আপত্তিকর লিঙ্ক ও ভিডিও মুছে ফেলার নির্দেশ দেন।

চোট নিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে আর্চার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও জোফরা আর্চারকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে রেখেছে ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার ১৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এই দল নিয়েই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড, যদিও ওই সফরে আর্চার খেলবেন না।

আর্চার বর্তমানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছেন। শ্রীলঙ্কা সফরের আগে ওডিআই সিরিজেও তাকে পাওয়া যাবে না। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচের আগে ভারতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এই গতিময় পেসার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের অভিযান শুরু হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাশেজ চলাকালে অ্যাডিলেইড টেস্টে সাইড স্ট্রেইনে চোট পান আর্চার। সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেও সিরিজের বাকি অংশে আর খেলতে পারেননি। সিরিজে তিন টেস্টে তার শিকার ছিল ৯ উইকেট।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আরেক স্বাগতিক শ্রীলঙ্কায় ইংল্যান্ডের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। এরপর ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল:

হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফ্রা আর্চার (শুধু বিশ্বকাপ), টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স (শুধু শ্রীলঙ্কা সিরিজ), স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, ফিল সল্ট, জশ টং, লুক উড।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বক্সিং চ্যাম্পিয়ন অ্যান্থনি জশুয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাবেক বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ব্রিটিশ বক্সার অ্যান্থনি জশুয়া নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। সোমবার ওগুন রাজ্যে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় জশুয়ার গাড়ির দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় পুলিশ।

নাইজেরীয় বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ তারকা দেশটিতে পারিবারিক ছুটিতে অবস্থান করছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, বিধ্বস্ত জানালার কাঁচের টুকরোর মাঝে বসে থাকা জশুয়াকে উদ্ধার করে একটি জরুরি সেবার গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পুলিশি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জশুয়াকে বহনকারী গাড়িটি ওগুন রাজ্যের মাকুন নামক এলাকায় লাগোস-ইবাদান এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফেডারেল রোড সেফটি কোরের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, গাড়িটি নির্ধারিত গতিসীমা লঙ্ঘন করে অন্য একটি যানবাহনকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার সময় জশুয়া গাড়ির পেছনের আসনে ছিলেন। তিনি সামান্য আঘাত পেলেও তার পাশে থাকা অন্য এক যাত্রী এবং চালকের পাশের আসনে থাকা ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ওগুন রাজ্যের গভর্নরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত দুই ব্যক্তিই বিদেশি নাগরিক ছিলেন।

জশুয়ার প্রমোটার এডি হার্ন এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তারা জশুয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য ও ছবি অনুযায়ী জশুয়া বড় কোনো বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন বলে তারা ধারণা করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জশুয়া দুটি গাড়ির একটি বহরে ছিলেন। তার ব্যক্তিগত গাড়িটি সরাসরি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়।

চলতি মাসের শুরুতেই মিয়ামিতে একটি হাই-প্রোফাইল লড়াইয়ে জেক পলকে নকআউট করে জয়ী হয়েছিলেন জশুয়া। টাইসন ফিউরির সাথে তার সম্ভাব্য লড়াই নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার খবর এলো।

সৌরভ গাঙ্গুলির কোচিং ক্যারিয়ারের হতাশাজনক সূচনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হওয়া এসএ২০ লিগের চতুর্থ আসরে যেখানে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ দারুণ ছন্দে আছে, সেখানে ঠিক উল্টো চিত্র প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের। টুর্নামেন্টের শুরুতেই টানা দুই ম্যাচে হেরে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে রয়েছে দলটি।

এসএ২০-এর ২০২৬ মৌসুমের আগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। এটিই তার কোচ হিসেবে প্রথম পূর্ণকালীন দায়িত্ব, যদিও এর আগে তিনি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তবে কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি তার জন্য।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষে মাঠে নামে ক্যাপিটালস। বোলাররা ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে ১৬৮ রানে আটকে দিলেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২২ রানে হেরে যায় দলটি। দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিপক্ষে ১৮৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আবারও ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে ক্যাপিটালস। পুরো দল গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪০ রানে, ফলে টানা দ্বিতীয় হার নিশ্চিত হয়।

গাঙ্গুলির কোচিং যাত্রা শুরু হয়েছিল নিলাম থেকেই। বড় অঙ্কের পার্স নিয়ে নিলামে নেমে ক্যাপিটালস উঠতি তারকা ডিউয়াল্ড ব্রেভিসকে দলে নিতে ব্যয় করে ১৬.৫ মিলিয়ন র‍্যান্ড (প্রায় ৮.৩ কোটি টাকা)। তাকে ঘিরেই ছিল প্রত্যাশার বড় অংশ। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচে ব্রেভিসের পারফরম্যান্স হতাশাজনক, মাত্র ১৮ রান, গড় ৯.০০।

বিশ্লেষকদের মতে, একজন ব্যাটারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং দলের অন্যান্য বিভাগে ভারসাম্যের অভাবই শুরুতেই ক্যাপিটালসের সমস্যার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে ফলাফলেও।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR